আজ আনুষ্ঠানিক বিদায় নেবেন জবি ভিসি প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম খান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস্ চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম খান (এস আই খান) পদত্যাগ করেছেন। ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে তার মেয়াদ শেষ হওয়ার ১ বছর ৭ মাস আগে তিনি ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তরিত হওয়ার পর ২০০৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি চ্যান্সেলর সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের এ অধ্যাপককে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ দেন।

পদত্যাগের পর আজ শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আনুষ্ঠানিক বিদায় নেবেন বলে জানা গেছে। সার্চ কমিটির মাধ্যমে নতুন ভিসি নিয়োগ হওয়ার আগ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত ভিসির দায়িত্ব পালন করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর ড. আবু হোসেন সিদ্দিক।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য বিদায়ী উপাচার্য প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম খান বলেন, সবার সার্বিক সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়টি খুব শিগগির একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে বলে আশা করছি। নিজ ইচ্ছায় পদত্যাগের ব্যাপারে তিনি আরো বলেন, নরওয়ে ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আমার যৌথ রিসার্চ ওয়ার্কের কাজ রয়েছে। এছাড়া আমার নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগে ৫ জন ডক্টরেট শিক্ষার্থী রয়েছেন। গবেষণায় আরো বেশি সময় দেয়ার জন্যই আমি সম্মানিত এ পদটি থেকে পদত্যাগ করেছি।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর ২০০৫-০৬ সেশন থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগে সেমিস্টার সিস্টেম চালু করেন প্রফেসর ড. এস আই খান। পরের সেশন থেকে দুটি নতুন বিভাগ মার্কেটিং ও ফিন্যান্স চালু করা হয়। বর্তমানে ৪টি অনুষদে মোট ২২টি বিভাগে ৩৭ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। এছাড়া ২০০৮-০৯ সেশন থেকে আরো ৬টি নতুন বিভাগ চালু করার সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে কর্তৃপক্ষ। বিভাগগুলো হলো- ফার্মাসি, কম্পিউটার, অণুজীব বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, আইন এবং সাংবাদিকতা বিভাগ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ তলা ভবনের বর্তমানে ৭ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। দুই মাসের মধ্যে ভবনের ভেতরের ডেকোরেশন কাজ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজ সেখানে স্থানান্তরিত হবে। কর্তৃপক্ষ আশা করছে, নতুন ভবন চালু হলে শিক্ষার্থীদের ক্লাস সঙ্কট আর থাকবে না। ভাস্কর রাসা নির্মিত পুরান ঢাকায় স্বাধীনতার ওপর '৭১-এর গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি' নামক ভাস্কর্যটি নির্মাণের দেড় যুগ পর যায়যায়দিনে বিশেষ রিপোর্ট প্রকাশ হয়। এ রিপোর্টের পর ভিসি এই ভাস্কর্যটি উদ্বোধন করেন।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের যাতায়াত সুবিধার জন্য পুরনো চারটি বাস মেরামত ও সিএনজিতে রূপান্তর করা হয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে শিক্ষার্থীদের জন্য ২টি নতুন বাস এবং শিক্ষকদের জন্য ২টি মাইক্রোবাস কেনা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পরিবহন সমস্যা সমাধানে বিআরটিসি থেকে আরো চারটি দ্বি-তল বাস ভাড়া নিয়ে মিরপুর, উত্তরা, কমলাপুর, নারায়ণগঞ্জ রুটে চলাচল করছে।

জানা গেছে, গত দুই বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী আমানত হিসেবে ২৩ কোটি টাকা ছাড়াও ৬ কোটি টাকা চলতি তহবিলে জমা আছে। বেদখল হওয়া ১১টি আবাসিক হল উদ্ধারের জন্য সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা চেয়েছে কর্তৃপক্ষ।